# ভাবসঙ্গীত ও ভাবকথা।



"শুধু ব্রহ্মনাম এই সার রহিবে,
আর যাবে সকল।"

---

৬৫ ব্রাহ্ম সংবতের মাঘোৎসব উপলক্ষে কাওরাদি
ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার সমিতি
হইতে প্রকাশিত।

---

কলিকাতা।

২০ নং পটুয়াটোলা লেন।

মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে,

পি, কে, দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯৪ খৃঃ।

বিনা মূল্যে বিতরিত।

ওঁ ব্রহ্ম।

# উপক্রম।

---

সৃষ্টিকর্ত্তা পূর্ণব্রহ্মের যত সৃষ্টি সমুদায়েরই ধর্ম্ম আছে, যথা অগ্নির ধর্ম্ম জ্বলন, বায়ুর ধর্ম্ম চলন ইত্যাদি, মানুষ এই ধর্ম্মকে স্বভাব বা প্রকৃতি বলে। এ ছাড়া মানুষের ব্রহ্মজ্ঞান আছে বলিয়া তাহার একটী নিজস্ব ধর্ম্ম আছে তাহার নাম বিশেষণ না দিলে কেবল "ধর্ম্ম" আর বিশেষণ দিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম বা সত্যধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

জ্ঞান দুই প্রকার, এক বিষয় জ্ঞান, আর ব্রহ্ম-জ্ঞান, যদ্দাবা আমরা শরীর রক্ষা করি বিষয় ব্যবসায় কল-কৌশল চালাই তাহা বিষয় জ্ঞান, আর যদ্দ্বারা অবিনাশী ঈশ্বরকে জানি তাহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলে। এই জ্ঞানবলে মানব অসত্য হইতে সত্যতে, অন্ধ-কার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে যাই-তেছে, নানা তত্ত্ব বুঝিতেছে, নানা তত্ত্ব বুঝাই-তেছে, জগতের হিত সাধন করিতেছে, যাহার

ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পায় নাই সে দেখাদেখি কর্ম্ম বিনা জানিয়া শুনিয়া জগতের প্রকৃত কল্যাণ করিতে সমর্থ হন না, অতএব ব্রহ্মজ্ঞান যাহা তাহাই মনুষ্যত্ব, যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই তাহাতে মনুষ্যত্ব উপস্থিত হয় নাই।

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম অনেক দিন হিন্দু ও মুসলমান-দিগের অধীনে পড়িয়া যে অচল হইয়াছিল এবং জগতের ঘটনাসূত্রে পুরাতন ধর্ম্ম নূতন ভাবে লোকের মনকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ঈশ্বর ইচ্ছাতে যে ভয়ানক গোলযোগে পড়িয়াছিল সেই ধর্ম্ম মত উদ্ধারের জন্য মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় যে দিন সেই এক ব্রহ্মের অর্চ্চনা আবার প্রচার করি-লেন, যে দিন নর নারী সাধারণের সমান অধিকার পাইবার দিন উপস্থিত হইল, যে দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম কারা-মুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ বিনা আপন ঈশ্বরকে আপনি পূজা করিবার দিন উপস্থিত হইল, যে দিন পৃথিবীর নর নারীর প্রাণকুসুম বিকশিত করিবার শিশির দান করিতে পূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা রূপপূর্ণ চন্দ্রের উদয় হইল, সেই ১১ই মাঘ, সেই দিন এই দিন হইতে ব্রাহ্ম সম্বৎ আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান ১৩০০

সনের ১১ই মাঘ ৬৪ ব্রাহ্ম সম্বৎ গত হইয়া ৬৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ আরম্ভ হইতেছে।

এ ধর্ম্ম কোন দেশে কি কোন কালে বা লোকে অথবা কোন গ্রন্থে বদ্ধ নহে, ইহা আপন জাতির অনন্ত কালের ধর্ম্ম, যেখানেই মানুষ সেখানেই ব্রাহ্মধর্ম্ম। তবে নানা স্থানে যে ইহার বিপরীত দেখা যায় তাহা অন্য কারণে। যথা লোকে ধর্ম্মের নামে বড় নত হয়, ধর্ম্মের জন্য অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে, এই দেখিয়া কোন কোন স্বার্থপর মনুষ্য আপন স্বার্থ সাধন জন্য মানু-ষের উদার প্রাণের নিকট ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মরূপ কুট-লতাকে খাড়া করিয়া ভয়ানক শত্রুতা বাধাইয়া দিয়াছে ও দিতেছে। কিন্তু "মিছা কথা সেঁচা জল কত ক্ষণ রয়?" এজন্য লোকের কাণে যেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সুসমাচার প্রবেশ করিল, অমনি সেই কাল্প-নিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া উদারভাবে প্রাণে প্রাণে মিলাইবার জন্য দলে দলে লোক সত্যের দিকে, ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে, ধাবিত হইতে লাগিল। এই দেখিয়া হিন্দুর পুরোহিত ব্রাহ্মণ, মুসলমানের সিন্নি আদায়কারী মোল্লা কাজি,

খৃষ্টানের পাদ্রি, এমন কি বলিতে গেলে পৃথিবীর সমুদয় জাতির ধর্ম্মরক্ষকগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের লোক সকলের উপর গড়্গাহস্ত হইয়া নানা অভিসম্পাত ও নিন্দাবাদ করিতে আরম্ভ করিল, আপন আপন অসত্য ক্ষয়শীল ধর্ম্মের অবশ্য পরাজয় ভাবিয়া, খড়্গাহস্ত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মেরা সেই খড়্গের উপর দিয়া "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" অর্থাৎ সত্যের জয় হবেই হবে, একথায় সংশয় নাই বলিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে দণ্ডায়মান আছে। ফলে সেই সত্য বিশ্বাসের প্রভাবেই, আজ ৬৫ বৎসর গত হইতে না হইতে, চতুর্দ্দিগের এই নানা বিদ্বেষের অনল অতিক্রম করিয়াও প্রায় শত শত ব্রহ্মমন্দির ও লক্ষাবধি উপাসক উপস্থিত হইয়াছে। আর কত হবে কে জানে ?

আবার ভারতবর্ষ ছাড়িয়া অন্যদিকে দেখিতে গেলেও দেখা যায়, এই ব্রহ্মণ্য স্বত্বের জন্য সকল দেশের লোকই ব্যস্ত ও জয়যুক্ত, যথা খৃষ্টানদের মধ্যে রূমান ক্যাথলিক হইতে প্রোটেষ্টেণ্ট দল, বদলে মুসলমান ধর্ম্মের সাবেক সরার পিরপেগাম্বর ইত্যাদির বদলে এক ঈশ্বর ছাড়া আর কাহার পূজা

করা অন্যায় এই বলিয়া হাল সরার ফরাজির সংখ্যা, এবং হিন্দুদের মধ্যে নানা দেবদেবীর পূজা কিছু নয় এই বলিয়া এক ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইতেছে। এই ভাবে সমুদায় দিক্ দিয়া সত্য ধর্ম্মের প্রবাহ বৃদ্ধি পাইতেছে। সকলের চক্ষুই যেন এই ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রহ্মজ্ঞানে ফুটাইয়া দিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিলে কেহই আর মস্তক উত্তোলন করে না, সমাজভয়ে কার্য্য না হইলেও প্রাণে প্রাণে স্বীকার করিতেছে। আলো আসিলে যেমন অন্ধকারের ভাব বিশ্বাস আপনাহতে চলিয়া যায়, এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের আলো যত প্রকাশ পাইতেছে ততই এক বিনা অনেকের উপাসনা করা যে কুসংস্কার তাহা মানুষ বুঝিতে পারিয়া সত্যের জয় ঘোষণা করিতেছে।

এই উদার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম কি না, সকলের প্রাণই ইহার সাক্ষী, অন্তরের নিগূঢ়দেশে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে অনায়াসেই বুঝা যায় যে, পৃথিবীর কোন নর নারীই হিংসার ধর্ম্ম চায় না, অহিংসাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে। এই উদার পরমানন্দ ভোগের সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও

আমরা তাহা ভোগ করিতে পারি না কেন ? না, জাতিভেদরূপ একটা ভয়ানক হিংসা রাক্ষসী আমাদের ঐ পরম সুখ যাহা ঈশ্বরের পরম দান তাহা ভোগ করিতে দেয় না। আমি বোধ করি আজ যদি পৃথিবীর অন্যান্য প্রকাব জাতির ন্যায় এই অল্প পরিমাণ বাঙ্গালী হিন্দু জাতি মধ্যেও স্পর্শ-দোষের ভাব অর্থাৎ এক জনের ছোওয়া অন্যে খায় না ইত্যাদি কুসংস্কার যে আছে তাহার আর আবশ্যক নাই বলিয়া ঘোষণা হয় তবে একবারেই অন্ততঃ বার আনা লোক দেখাদেখি ব. দেখানের জন্য যে ব্রাহ্মদের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছে, ঐ খড়্গ তৎক্ষণাৎ নামাইয়া ফেলায়। অতএব সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম যে, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ব্রহ্ম অস্ত্রামাদিগকে দিয়াছেন, আমরা এই উদার সত্য উদ্ধারের জন্য চল সেই অস্ত্র ছোড়িয়া ঐ ভয়ানক রাক্ষসকে মারিয়া ফেলি। চক্ষু থাকিতে যদি কেহ কূপে পড়ে তবে যেমন তাহার আপনা মনে বোঝেনা এমন পরেও মন্দ বলে।

আর একটী কথা এই সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর যখন পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম্মের লোকই খড়্গহস্ত

হইয়াছিল, আর সেই খড়্গের যখন এই অবস্থা তখন অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে সত্যের জয় ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় অবশ্য হইবেই হইবে। বিশেষতঃ সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকই যখন ইহারই জয়পতাকা উড়াইতেছে, তখন ইহার প্রতাপ যে সর্ব্বোপরি, এ কথা কে অবিশ্বাস করিতে পারে? কালে যে ধর্ম্ম সকল জাতিকে এক করিতে চায়, সমুদয় নরনারীর সঙ্গে এক শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাবে মিলিত হইরা ঈশ্বরকে সেই দেহের প্রাণ বলিয়া অনন্ত জীবনে লইয়া যাইতে চায়, এবং আত্মার যেমন শরীরের সঙ্গে নিত্য যোগ আছে, এমন পরব্রহ্মের সহিতও তিনি পরমাত্মা এবং আমরা জীবাত্মা তাঁহার শরীর বলিয়া পূর্ণব্রহ্ম যে নিত্য যোগ স্থাপন করিয়া আছেন, তাহা বুঝাইয়া মরণশীল মানবকে অমর করিতে চায় এমন ধর্ম্ম মানুষের প্রাণের নিকট সত্য বলিয়া ধার্য্য হইবে না, তবে কোথায় এই উদার ধর্ম্ম দাঁড়াইবে? অতএব সেই ব্রহ্মের জয়পতাকা লইয়া উপস্থিত, হে সুহৃদ-গণ, নমস্কার করি, গ্রহণ করুন।

শ্রীকালীনারায়ণ ভদ্র।

ওঁ ব্রহ্ম।

# নান্দি সঙ্গীত।

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধ্রুপদ।

ভজ ব্রহ্মানন্দ প্রেম, কর মর্ত্ত্য স্বরগ ধাম।
ব্রহ্মনাম কামধেনু দোহি পিয় অবিরাম। ধুয়া
মৃতদেহে হউক জীবন, মুঞ্জরিত হউক শুষ্ক বন;
জীবদেহে দেখি জীবিত জীবন, পুরুক মনের কাম।
ইহ পরলোক হউক এক, পাহাড়ে সাগর লাগুক
ঠেক, করী সনে লড়ি ক্ষীণ প্রাণভেক, জিনুক সংগ্রাম।
উঠুক ব্রহ্মনাম গুণগান, ডুবুক ব্রহ্ম প্রেমরসে প্রাণ,
ব্রহ্মনাম ধন অমূল্য রতন, জীবে হউক প্রাণারাম।
এক ভজ, সাজ একেরি সমরে, কি ভয় কি ভয়
সুরাসুর নরে, ব্রহ্ম অস্ত্র হৃদধনুকেতে যু'ড়ে, দেখাও
বিক্রম।
সিংহনাদ তুলি বলিয়ে ওঁকার, প্রেমরাগে রাগি
ছাড় হুঁহুঙ্কার, সত্য রণে সাজি ভয় কর কার,
থাকিতে অভয় নাম।

---

# প্রচার পর্ব্ব।

---

রাগিণী জংলাট—তাল আড়খেমটা।

ভবে ভাবনা কি আর, ভজ ব্রহ্মানন্দ নির্ব্বিকার, পরব্রহ্মে মর্ম্ম পরশিলে কুটিল হৃদয় হয় উদার। ধুয়া

এ ত নূতন ধর্ম্ম নয়, যে তার দিব পরিচয়, যথায় মানুষ তথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের উদয়, ( দেখ ) এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি, চিরকাল এই ধর্ম্ম সার।

ধর্ম্ম দুই কভু কি হয়, যেমন একই সূর্য্যোদয়, দেশ ভেদে বা বেশ ভেদেতে ভিন্ন ভিন্ন নয়, (এমন এক) ব্রহ্ম আলোক, এ লোক সে লোক, ঘুচায় সবের অন্ধকার।

ব্রহ্ম পরমাত্মা সার, আমরা সবে দেহ তাঁর, তাঁর কাজেই নড়ি চড়ি, এই ত সমাচার, (যেমন) আমার কাজে আমার দেহ রে, চলে ফিরে বহে ভার।

মানুষ ভিন্ন বর্ণ হউক, ভিন্ন দেশেই বা রউক, হিন্দু মুসলমান কি খ্রীষ্টান যে যাহারে কউক, (কিন্তু) মূলের ঘরে গিয়ে দেখ এক ভাবনা সবাকার।

আহা! কিবা মনোহর, কেহ নহে কার পর,

কেমন এক শরীরে বান্ধাবান্ধি সবে সবার ভর, যেমন নানা অঙ্গে মিলে ঝিলে রে হয়েছে দেহ আমার।

ব্রহ্ম নয় রে নিরাকার, তিনি পরম সাকার, তাঁর সাকারে আমরা সাকার, নইলে কেবা কার, (যেমন) আমার আকার আমার দেহ রে, আমরা এমন তাঁর আকার।

পরে জানিবে পরে, আগে জান অন্তরে, আপনা মনে না বুঝিলে কে বিশ্বাস করে, (ব্রহ্ম) প্রাণরূপে প্রাণ মোহিত করে রে—কে না জানে এই ব্যাপার।

ধর্ম্মে সুখ যদি না হয়, তারে কেবা ধর্ম্ম কয়, বাসি মুখে হাসি উঠে এই ত পরিচয়, (যখন) ধন পেলে মন হয় রে খুসি, ধর্ম্ম কি বেশী না তার ?

যত টাকা কড়ি ধন, ইহা নহে রে তেমন্, দেহ-ভঙ্গে কার সঙ্গে করিবে গমন ? কিন্তু ব্রহ্মধন মর্ম্মেতে মিলে রে সঙ্গেতে যাবে সবার।

আর কি আছে রে তেমন, যেমন জীবের ব্রহ্ম-ধন, (যিনি) জীবন মন হরিয়ে নিয়ে আপনি সকল হন, বলে মাভৈ মাভৈ আমি আছি এই বলে শান্তি বিস্তার।

বলে কালীনারায়ণ, প্রিয় নরনারীগণ, (চল)

অন্তরঙ্গে ব্রহ্ম অঙ্গ করিবে সাধন, সবে যোগ হলে প্রাণ ব্রহ্ম পাব রে, বিয়োগ হলে মৃত্যু সার।

---

৫৪ ব্রাহ্ম সংবৎ মাঘোৎসবের কঙ্কীর্ত্তন।

"নদিয়ায় চাঁদ গউর এসেছ" এই সুর।

এক ব্রহ্ম জগতের মূলাধার, তাই ব্রহ্মনামটী কর সার, (তিনি) সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা যে, দয়া প্রেমের অবতার। ধুয়া

(দেখ) বেদ বিধি পুরাণ কি ভাগবত, এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি সকলেরই মত, (তবে) ব্রহ্মজ্ঞান বিহনে বল তত্ত্বজ্ঞান কি আছে আর।

শুক সনাতন নারদ ঋষিগণ, (এই) ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মঋষি জানে, জগজ্জন, (সদা) হৃদয়ে বিরাজেন ব্রহ্ম, আত্মারূপে সবাকার।

ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর, শাস্ত্রে বলে তাঁরাও সদা ভাবেন ঈশ্বর, তবে সেই দেবের সাধনা করে রে কেমনে হবে উদ্ধার।

ফলে সৃষ্ট বস্তু যত চরাচর, জীব কি জড়, তরু লতা কেহ নয় ঈশ্বর, (যেমন) এক কাণায়, আর কাণায় ধরে রে, পারে কি করিতে পার।

ব্রহ্ম যদিও হয় রে নিরাকার, তবু সত্যরূপে ঘরে ঘরে করিছেন বিহার, তিনি জীবের জীবন পতিত-পাবন, মনোহর পরম সাকার।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মে নাইক জাত বিচার, যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি সন্দেহ কি তার, দেখ চণ্ডালে হয় দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মরাজ্যে এই স্বীকার।

বলি দ্বিধা ছেড়ে সিধা পথে যাও, একমতি এক গতি হয়ে একের দিকে চাও, যেমন সতী নারীর একটী পতি রে, এক বিনা জানে না আর (সতী)।

আছে সকলেরই সমান অধিকার, দুঃখী ধনী মূর্খ জ্ঞানী পাপী দুরাচার, ডাকলে হৃদয় খুলে ব্রহ্ম বলে রে অনায়াসে পাবে নিস্তার।

---

দিন ত গেল সন্ধ্যা হল" এই সুর।

ব্রহ্ম নয় বিদেশী তবে দ্বেষী হলে কোন পরাণে, ব্রহ্ম রসের স্বরূপ তৃপ্তিহেতু কার প্রাণে না জানে।

ধুয়া।

ব্রহ্ম জগৎপিতা, জগৎপ্রসবিতা, এই ব্রহ্ম জ্ঞানে, মর্ম্মে জেনে ঋষি ঋষি গণে।

ব্রহ্ম জানে যে জন, সেই সত্য ব্রাহ্মণ, এ ত মন্ন
গড়া নয় দেয় পরিচয়, যত বেদ পুরাণে।

যেই মন্ত্র পড়ে, ব্রাহ্মণ ভোজন করে, তাতে
ব্রহ্মেতেই সব সমাধা ব্রহ্ম কর্ম্ম জেনে।

বেদ যে ব্রহ্মবাণী, এই ত বলে শুনি, তবে
বেদের বাক্য যাদের বিধি, তার ঐক্য কোন্ খানে।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর, সদা ব্রহ্মে আদর, এখন
কলিকালে হিন্দুর ছেলে ঘৃণা ব্রহ্ম জ্ঞানে।

ব্রহ্মনাম নিতে নাই, ব্রহ্ম গান গেতে নাই,
পারলে দেশ ছাড়ায়ে দেয় তাড়াইয়ে, ব্রহ্ম বলা
জনে।

একি কালগুণে নয়, ব্রহ্ম নামেতে ভয়, ভাবে
ইকি উৎপাত, দেয় কাণে হাত, ব্রহ্ম নাম যেখানে।

কোথা ফুটবে কলি, আশা, বসবে অলি, কোথা
সেই কলি আজ অন্ধকীটে, কাটে মধ্য খানে।

ব্রহ্ম সব ঘরে যান, ব্রহ্ম সব ঘরে খান, তবে ব্রহ্ম
হতে জাতি শ্রেষ্ঠ, আমরা বা কোন্ গুণে।

এ কি ধর্ম্মমতি, না কি ধর্ম্ম গতি, বলি পতিব্রতা
কোন নারী হয়, পতি আদর বিনে।

---

"দিন ত গেল সন্ধ্যা হল" এই সুর।

কর ব্রহ্ম প্রীতি প্রিয় কার্য্য এই ত উপাসনা, নইলে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপাদি কিছুতে হবেনা। ধুয়া।

প্রাণে প্রীতি বিনে পায় কি ব্রহ্মধনে, যেমন অগ্নি বিনা শত আয়োজন রান্ধিতে পারে না।

কর ব্রহ্মপ্রতি, মনে শুদ্ধ প্রীতি, যেমন সতী করে পতির প্রতি সেই প্রীতি দেখ না।

ভালবাসি যারে, ভক্তি করি তারে, নইলে ভাল বাসা বিনা ভক্তি করিতে পারে না।

এই জগৎ সংসার, এত ভালবাসা যাঁর, আগে সেই জগতে ভাল বেসে শিক্ষা কেন কর না।

আগে প্রীতি হলে, প্রিয় সঙ্গে চলে, কেহ প্রিয় জনের প্রিয় কার্য্য না করে পারে না।

হলে জগৎ সাধন, জানে জগতের মন, তাই আপনা মতন জগৎ দেখে, ভেদাভেদ মানে না।

যখন ভক্তিভরে, ভক্ত পূজা করে, পুরে মনের আশা, যায় পিপাসা, দুরাশা থাকে না।

"বাঁশের দোলাতে উঠে" এই সুর।

এমন যে অযাচা ধন ব্রহ্মরতন, তাঁরে যতন করলি না রে,যে ধনে হবে ধনী ঋষি মুনি অন্য ধনে তুচ্ছ করে।

জন্মিয়ে মায়ের কোলে, সুখে রইলে, স্তন পাইলে বদন ভরে, তার পরে কত যে আর, বলব কি তাঁর, তবু তাঁরে চিনলি না রে।

ডাকিয়ে এনে ঘরে, যত্ন করে, প্রাণে ভরে রাখলে না রে, জানলিনা কেমন সোহাগ, কি অনু-রাগ, রাগে কত রঙ্গ ধরে।

হল না জন্ম সফল, মর্ম্মে সুফল, ফলেওত ফল্‌ল না রে, পালি না ফলের সুরস, হলি না বশ, অবশে তা জান্‌লি না রে।

লইলে না সত্যে শরণ সত্য করণ করে, কেন দেখলি না রে, সত্যেতে নাইক বিনাশ, এই কর আশ, বিশ্বাসেতে কি না করে।

অসত্যে অধোগতি, চির নীতি, কার্য্যে কি তা দেখ না রে, অসত্যে কোন্ মহাজন, সুখের ভাজন, হয়ে আছে আগে পরে।

পালঙ্কে শুয়ে থেকে, নাকে ডেকে, সুখ পেয়ে

সুখ চিন্‌লি না রে, যে সুখে জেগে থেকে চোখে দেখে প্রাণে প্রাণে নৃত্য করে।

পাইলে হারানিধি, এই কি বিধি, যত্ন করে নেয় না ঘরে, চিনিলে চিনার মত, হয় কি এত, কাছে এলে পাছে সরে।

বলি ভাই পায়ে ধরে, পায়ে পড়ে, চিন্‌লে না কেন চিনা ধরে, ব্রহ্মজ্ঞান বেদের বিধি, সেই অনাদি, তাঁরে কেন শঙ্কা করে।

এ জ্ঞানে নাই জাতিভেদ, তাইতে কি খেদ, এক জ্যোতি ত সকল ঘরে, চামারের ঘরের আগুন, নাই কি সে গুণ দাবানলে দগ্ধ করে।

জাতিভেদ মহা বাধা, মহা ধাঁদা, আন্ধা করে দিন দুপরে, ঈশ্বরের উপাসনা, কেন মানা, লোকে লোকে একই ঘরে। ১০২

—

"গউর রূপেতে প্রাণ নিল গো নিল," সুর।

দয়াল দয়াল চাঁদ বদনে বল, (ওরে) রসনায় না নিলে নাম বদনে কি ফল। ধুয়া

( ভাই ) যে গড়িল বদন খানি তাঁর নাম গাও,

রে সদা তাঁর নাম গাও আপনে মাতিয়ে আগে, জগতে মাতাও।

( ভাই ) জীবে পেতে বাছা গতি সাচা নাম এই রেও ভাই সাচা নাম এই কি ফল মানুষ হয়ে নাম নিল না যেই।

( নাম ) পুরাণ হয় না, ফুরাণ যায় না, সদাই সমান, গো সে নাম সদাই সমান, নাম নিতে নিতে প্রাণ গলে হয় লবনী সমান।

( নামে ) প্রাণ ভরে মুখ ভরে হৃদয় জুড়ায়, গো নামে হৃদয় জুড়ায়, নামের বাতাসে পাপ পলাইয়া যায়।

( নাম ) আপনে জ্বলে আপনা বলে কারে নাহি চায়, গো নামে কারে নাহি চায়, নামের প্রকাশে জগত আলো হয়ে যায়।

( ভাই রে ) পরম দয়াল ব্রহ্ম এত দয়া জানে, গো ব্রহ্ম এত দয়া জানে, দয়া গুণে মন প্রাণ দিবা নিশি টানে।

( ভাই ) গাভী যেমন বাছুর রাখে পাখী রাখে ছাও, গো যেমন পাখী রাখে ছাও, এমন করে রাখেন ব্রহ্ম যথা ইচ্ছা যাও।

( দয়াল ) টেনে এনে কাণে কাণে এমন কথা কয়, গো ব্রহ্ম এমন কথা কয়, সে কথায় গলে যায় পাষাণ হৃদয়।

( দয়াল ) খুজে খুজে দয়া করে ছেড়ে দেয় না কারে. গো ব্রহ্ম ছেড়ে দেয় না কারে, দয়া নিয়ে বেড়াতেছে দুয়ারে দুয়ারে।

[ ভাই ] ব্রহ্ম দেন ক্ষেতে ধান তাই খেয়ে বাঁচি গো মোরা তাই খেয়ে বাঁচি, চল লোটায়ে লোটায়ে তাঁর নাম নিয়ে নাচি।

[ ভাই. ] নামে যত গুণ আছে কে বলিতে পারে, গো তারে কে বলিতে পারে, নামে, সকল আপদ দূরে যায় নিলে ভক্তিভরে।

---

১২৯১ সন বা ৫৫ ব্রাহ্ম সম্বতের মাঘোৎসবের গান।

রাগিণী যোগীয়া—তাল ছবকি ঠেকা।

জয় ব্রহ্ম জয় ব্রহ্ম, জয় জয় উদার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, আহা কি সুন্দর, রূপ মনোহর, সরল চরিত যাঁর মর্ম্ম, জয় এক পরব্রহ্ম। ধুয়া

যত যত দেশ কাল ধর্ম্ম, একই অনাদি ব্রাহ্মধর্ম্ম,

খণ্ড খণ্ড করিয়ে, ভাঙ্গিয়ে গড়িয়ে, প্রকাশিছে নানা মত ধর্ম্ম তাই নাম পূর্ণ ধর্ম্ম।

দেখ তো নয়ন দুটি মেলে ধর্ম্মভেদে কি না ঘটাইলে, ধর্ম্ম ভেদে হিংসা ভেদ, সেই ভেদে জাতি ভেদ, এই ভেদ বিধিতে না বলে লোকে বলে নিজ বলে।

বেদ কোরাণ বাইবেলে, যারে লোকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলে, অক্ষর ভাষা বিনা ভেদাভেদ দেখিবে না, তাঁর মাঝে প্রবেশ করিলে, ন বিশেষঃ এই বলে।

যত যত নারী নর, অভিন্ন এক পরিবার, একেতে উৎপত্তি, একে করিছে স্থিতি, কারে ভাব ভিন্ন জাতি পর, এ বিচার আগে কর।

হিন্দু মোসলমান কি খ্রীষ্টান, সকলেই মানব সন্তান, একই আকৃতি, একই প্রকৃতি, একই জ্ঞান বুদ্ধি ধ্যান, জাতি ভিন্ন তবে কেন ?

শূন্য এই জাতিভেদ, দেখে শুনে হয় না কি খেদ, মুখ করে কালা কালী, ভাইয়ে ভাইয়ে গালাগালি, পদে পদে এই মর্ম্ম ভেদ, শান্তিকুম্ভে হয় যে ছেদ।

জাতি কভু মারে নাক ধর্ম্মে, জাতি মরে নিজ নিজ কর্ম্মে, কুকর্ম্ম ক'রে ক'রে, আপনা জাতি আপনি

মারে, না বুঝি দোষিছে লোকে ধর্ম্মে, তাই পাই ব্যথা মর্ম্মে।

অজর অমর ভগবানে, জড়বুদ্ধি বিপরীত জ্ঞানে, কল্পনা করে করে, কত জড়ের আকারে, গড়ে মূর্ত্তি কত রূপ গুণে, একথা কে না জানে।

এক যদি গড়িল কল্পনা, শতে শতে গড়িতে কি মানা, সুন্দর সুযোগ পেয়ে, দেব দেবী গড়াইয়ে বান্ধিল তেত্রিশ কোটী থানা, হল চোক থুয়ে কাণা।

এই রূপে চক্ষু হয়ে কাণা, হৃদয় কবাটে পৈল হানা, অনন্ত ঈশ্বরে হারাইয়ে তালাস করে, দেখেও ত দেখিতে পারে না, কল্পনা কি যন্ত্রণা।

অসার কল্পনা করে, বৃথা ভয়ে ভীত কলেবরে, দড়িকে ভাবিয়ে সাপ, করিছে কত প্রলাপ, গোলাপ বলিছে শিমুলেরে এ প্রলাপ কি মূলে রে?

কালী বলিছে পায়ে ধরে, কল্পনার কাপর খানা পরে, ঢাকিতে পারিলে লাজ, তবে বুঝি হল কায, তা না হলে বুঝা গেল কৈ রে, মুক্তি পায় মূর্ত্তি ধরে।

"মন পাখী চল যাই স্বদেশে" সুর—তাল খেমটা।

(ও ভাই) শুন রে সুখের সমাচার,কর জীবে দয়া নামে ভক্তি সারাৎসার। ধুয়া

বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি সিদ্ধি লাগবে না রে কিছু তার, কেবল হৃদয় খুলে ব্রহ্ম বলে, হাসতে হাসতে ভবের পার।

জীবে দয়া,প্রেমে ছায়া, প্রাণ শরীরে লাগে যাঁর, সে চায় না কিছু সাধন ভজন,পায় না কিছু কর্ত্তে তার।

নামে ভক্তি আসক্তি যাঁর,তাঁর আসক্ত এসংসার, ( দেখ ) ভাই বলিলে, গালি তোলে, এমন শক্তি আছে কার।

আয়নাতে মুখ দেখতে যেমন,হাসি ভেংচি লুকান তার, ( এমন ) আপনে ভাল জগৎ ভাল, সংসারে এই কর্ম্ম সার।

এই কাজেতে গতি বিধি, মুক্তি, আদি সব সুসার ( ইতে ) বরাত নাইক আর কিছুতে.আপনা বোকচা আপনা ভার।

জগতের প্রাণ সেই ভগবান্, এমন জ্ঞান না আছে কার, ( সঙ্গে ) সেই পরাণের শরীর মোরা এই ত সম্বন্ধ বিচার।

এই সম্বন্ধে বদ্ধ হয়ে, আপনাতে কর নেহার, ( তোমার ) শরীর যেমন তোমার বশে, এমন বশে থাক তার।

নানা অঙ্গে একটী শরীর, এমন মিলন আর কাহার, [কেমন] সবে সবার সুখে সুখী, দুঃখে বহে দুঃখের ভার।

দেহের বাদ বিবাদ নাই কার সনে কার, কেমন সরল ব্যবহার, [ দেখ ] হাতে পোছে সকল শরীর রসনা করে আহার।

[ আবার ] ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ যত ভিন্ন কর্ম্ম সবাকার, [ দেখ ] যাহার কর্ম্ম সেই সে বুঝে, হাত বুঝে কি রসের তার।

জগদ্বাসী নরনারী আমরা সবে এই প্রকার, [ সবে ] এক শরীরে বান্ধাবান্ধি ছাড়াছাড়ি নাই কাহার।

[ বলে ] কালীনারাণ অমর পরাণ, থাকৃতে মরণ হবে কার? থাক দেহ হ'য়ে দেহী ল'য়ে নইলে মরণ এড়ান ভার।

সংকীর্ত্তন। রাগিণী খাম্বাজ—তাল খয়রা।

হৃদাকাশে হল এক ব্রহ্ম জ্ঞানোদয় রে, আর নাইরে ভয়, আর নাইরে ভয়, বল জয় ব্রহ্ম জয়। ধুয়া

হৃদয়ের যত ঘোর অন্ধকার, বিমল প্রকাশে ঘুচিল এবার, হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দ অপার, মহোৎসব-ময়। জয় ব্রহ্ম জয়, জয় ব্রহ্ম জয়, বল জয় ব্রহ্ম জয়।

ঘরে ঘরে পাতা প্রেমসিংহাসন, ব্রহ্মকৃপা তাহে করিছে আসন, প্রেম আখি মেলি কর দরশন, রূপের আলয়। জয় ব্রহ্ম জয়, জয় ব্রহ্ম জয়, বল জয় ব্রহ্ম জয়।

জ্বলন্ত ঈশ্বর এই ত বর্ত্তমান, অন্তরে বাহিরে সদায় সমান [ এ যে ] দেখিবার ধন, অমূল্য রতন, অনুমান নয়। জয় ব্রহ্ম জয়, জয় ব্রহ্ম জয়, বল জয় ব্রহ্ম জয়।

রসাল ব্রহ্মের অলোক আলোকে, ব্রহ্মজ্ঞান উপনীত ইহলোকে, ভূলোক দ্যুলোক আলোকে আলোকে পুলকিত হয়। জয় ব্রহ্ম জয়, জয় ব্রহ্ম জয়, বল জয় ব্রহ্ম জয়।

রাগিণী ইমন মিশ্র—তাল আড়া।

আনন্দে আনন্দময় নিরানন্দ নাই সে ঘরে, সদা-নন্দে সদানন্দ, আনন্দে বিরাজ করে। ধুয়া

সত্য কি অসত্যে থাকে, আন্ধার কি থাকে আলোকে, এমন সে নিত্য আনন্দে নিরানন্দ রৈতে নারে।

নিরানন্দে হয় নিরাশা, ভেঙ্গে যায় সে আশার বাসা, নিরাশে বিমুখ বিনা, শ্রীমুখ কোথা পাবে রে।

যেখানে আনন্দে ভাসে সেখানে সকলে হাসে, এই হাসে হাসে আসে পাশে আনন্দরসে ভাসে রে।

---

"মনের মত সবল যদি হত রে সকল" এই সুর।

তাল—খোড্ডাই ছব্‌কি।

(সবে) একে একে একৈ কথা এক বিনা কে কৈ, মুসলমান কি হিন্দু খৃষ্টান্ যে জন কেন যা না হৈ। ধুয়া

এক ঠেকেই জগৎ ঠেকা আর যে ঠিকা নাই, বেদের বিধি বাইবেল বলে, কোরাণেও তাই,

( আবার ) আপন মনে জেনে দেখি, এক বিনে আর জানি কৈ।

গড কি খোদা, ব্রহ্ম কি আর যে নামেই কই, নামের গোড়ে নেমে দেখ এক বিনা দুই কৈ, যেই বোলেতে যেই বলি, যেই বোলেতে যেই বলি, আসল বুলি সেই একৈ।

একে একে যত কিছু দেখিতেছি যা. কিছুতেনি পাইতেছি দুইয়ের নিশানা, পরখেতে এক ছাড়া নাই, কথায় কেবল দুই চাইর কৈ।

একই সারা একই থারা. কথার কথা এই কালী, কেবল তাই বলি, বসি কিম্বা শুই, যেমন একে একে যোগ করিলে দুই বলে তার গণা লৈ।

---

"বাঁশের দোলাতে উঠে" এই সুর।

তাল—খেমটা।

যারে কও আকার আকার, সার কিরে তার, বিচার করে দেখ কি না, ঘোলে দুধ বল্লে কি যে, ঘোলে দুধ বল্লে কি যে, হবে নিরে, টান্‌লে পরে মাখন ছানা। ধুয়া

মরার কি আকার মরে, তবু কেন রে আছে বলে

জ্ঞান কর না ; শোকেতে অঙ্গ জ্বলে, শোকেতে অঙ্গ জ্বলে, সঙ্গে মিলে কাঁদছে কেন বন্ধু জনা।

লাখ্‌পতির মরা দেহ, কভু কেহ আধ্‌ পয়সার জামিন মানে না; আকারের এই ত প্রকার, আকারের এই ত প্রকার, দেখিয়ে কার, সাকারে হয় সার ভাবনা।

খড় কুটা মাটীর গড়ন, নানা বরণ, মূর্ত্তি পূজা তাই দেখ না ; যদি রে মূর্ত্তি মানে, যদি রে মূর্ত্তি মানে, তবে কেনে প্রাণ প্রতিষ্ঠার আনাঘোনা।

সাকারে যে কাজ করে দেখলে তবে, তবু কেন মন বুঝে না ; ভক্তি প্রেম যত করে, ভক্তি প্রেম যত করে, নিরাকারে সাকারে তা কেও করে না।

সার ছেড়ে অসার নিলে, পরকালে মানবে কি রে সেই নিশানা ; আকার ত পড়ে রবে, আকার ত পড়ে রবে, সরে যাবে, খুঁজে তারে আর পাবে না।

প্রাণের প্রাণ ব্রহ্ম সবার, সার নিরাকার, না দেখ্‌লেও আছে জানা ; প্রাণ বিনা প্রাণেশ্বরে, প্রাণ বিনা প্রাণেশ্বরে, নয়ন ভরে, মূর্ত্তিমান্‌ কেও দেখ্‌ছ কি না ?

---

# ভাবকথা।

---

এক ঈশ্বর এই সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাঁহারই নিত্য নিয়মে এই সংসার, ইহকাল, পরকাল সকল চলিতেছে। সেই সৃষ্টির মধ্যে আমি একজন, এই কথা সকলেই বিশ্বাস করে; অতএব এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয় লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। (ফলে এ কথা লইয়া কেহ কোন কথা বলে না, বা বলিতে পারে না। কেন না যাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহাতেই কথা উঠে।) তাই ঈশ্বর কি ভাবে আছেন, তাঁহার ভাব লইয়া সংসারে সমুদয় ধর্ম্ম শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, এবং তাহাই লোকের আলোচনার বিষয়। অতএব সে বিষয় সম্বন্ধে আমি যে সকল ভাব লাভ করিয়াছি, তাহাই সকলকে জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করুন, নমস্কার করি।

---

### টানই প্রাণ।

যেমন সাগরের টান আছে বলিয়া নদী নালা খাল বিল ইত্যাদিতে স্রোত প্রবাহিত হয়, (যাহা

না থাকিলে মরা নদী বলা হইয়া থাকে।) তেমনি আমরা সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইতে পারি, এবিষয়ে তাঁহার বলবতী ইচ্ছা থাকাতেই আমরা তাঁহাকে জানি ও প্রাপ্ত হই। ইহারই নাম ব্রহ্মটান। এই টানই আমাদের প্রাণ। কেন না এই টানেই জ্ঞান পাইয়াছি। ইহারই প্রসাদে আমরা পশুমধ্যে গণ্য না হইয়া মানুষ হইতেছি। অতএব যাহাতে আমাদের মনুষ্যত্ব লাভ হইতেছে, তাহাকে মানুষের প্রাণ না বলিয়া আর কি বলিব? এজন্যই বলা হইয়াছে, "টানই প্রাণ"।

---

## ভাবই লাভ।

ভাব ছাড়া ঈশ্বরকে চক্ষে হে'রে হাতে ধ'রে লাভ করিয়াছে, যে একথা বলে সে ঈশ্বরকে লাভ করে নাই, কেন না ঈশ্বর সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত-স্বরূপ, তাঁহাকে অন্তরে ছাড়া ভাব ছাড়া দেখিবার সাধ্য নাই। আত্মীয়গণ! বলত ভাব ছাড়া ঈশ্বরকে কেহ লাভ করিয়াছে কি না? এবং ঈশ্বরকে দেখে না জানে না এমন কেহ আছে কি? না, না, এই ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই অন্তরে

জ্বলিতেছে। এই জ্বলন্ত অগ্নির গুণেই আমাদের হৃদয়াগার আলোকিত হইয়া চক্ষে দেখে, যেমন সম্মুখের বস্তুকে বিশ্বাস করি, এবং চক্ষে না দে'খে আমাকে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি, এইরূপ সেই পূর্ণ ব্রহ্ম যে জগতের প্রাণ তাঁহাকে হৃদয়-গৃহে সকলেই দর্শন করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইতেছি। বলত ভাই! এই ভাবে সকলেই লাভ করিয়া এক দিন বা এক বার ও প্রেমের অশ্রুধারা চক্ষে বহিয়াছে কি না? যদি বহিয়া থাকে, তবে অবশ্য জান ভাবই লাভ, না, আর কোন লাভ আছে

---

### লক্ষ্যই সপক্ষ।

গণনায় যে, ১০০ হাজারে এক লক্ষ হয় এ তাহা নহে। বন্দুক, তীর বা গুলা'ল ধরিয়া যে, নিশান করে এবং ইহা করিব, ঐখানে যাইব ইত্যাদিরূপ মনের যে সঙ্কল্প বা ইচ্ছা, তাহাই লক্ষ্য। যে বিষয়ে মনে কোন লক্ষ্য না থাকে, কেহ তাহা সিদ্ধ করিতে পারে না। কোথায় যাইবে, তাহার মনস্থ না থাকিলে, কেবল বেড়িয়া বেড়াইলে, পায়ের অভ্যাসে পথ চলিলে, উদ্যমবিহীন হইয়া ভ্রমণ

করিতে থাকিলে, যেমন কোন বাধা বিঘ্ন দেখিবা-মাত্রই লোক ফিরিয়া আইসে, অপর পক্ষে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া উদ্যমের সহিত চলিয়া গেলে সম্মুখ-স্থিত রাস্তার কাঁটা জঙ্গল, নদী, খাল, মাঠ, মেঘ, বাদল ইত্যাদি যে কোন প্রতিবন্ধক বা অসুবিধা ঘটুক না, সমস্তই পার হইয়া লক্ষ্য স্থানে চলিয়া যাইতে পারে, তেমন যে ব্যক্তি ধর্ম্ম পথে লক্ষ্য স্থির না করিয়া বেড়িয়া বেড়ায়, অর্থাৎ দেখাদেখি হুজুগে কার্য্য করে সে কষ্ট বিপদ্ সহ্য করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আইসে। আর ঐ যে লোকে বলে,—"লক্ষ গুলি পক্ষ তীর, তবে হয় লক্ষ্য স্থির" এটি ঠিক কথা; কিন্তু কোন নিশান না ধরিয়া যদি এক লক্ষ গুলি ছাড়ে, কিংবা এক পক্ষ পর্য্যন্ত তীর মারে, তাহাতে কি হইতে পারে? বস্তুতঃ লক্ষ্য যদি পক্ষে না থাকে, তবে কোন কার্য্য সাধন হয় না; এ জন্যই বলি, "লক্ষ্যই সপক্ষ"।

---

## ব্রহ্মই ধর্ম্ম।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" অর্থাৎ ঈশ্বর সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ। সত্য কি? না, যাহা অটল

ও অব্যর্থ, এই সত্যস্বরূপ ঈশ্বর কাহার কোন সাহায্য না লইয়া কিছু না হইতে অখণ্ড নিয়মের সহিত এই জগত্ সৃষ্টি করিলেন ; জ্ঞানরূপে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী হইয়া, আমাদিগকে যাহার তাহার উপযুক্ত জ্ঞান দিয়া এই জগতে আমাদের কাহার সহিত কি সম্বন্ধ তাহা জানাইয়া দিয়াছেন। আর অনন্ত স্বরূপ দ্বারা জগতের অবলম্বন হইলেন,এবং একাকী সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ করিয়া আছেন বলিয়া অদ্বিতীয় হইলেন, কেন না আপনিই জগৎ ভরিয়া আছেন, আর কে কোথায় আসিবে ? অতএব এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। এই ঈশ্বর আমাদের যাহার যে স্বভাব ( চরিত্র ) দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই তাহার ধর্ম্ম হইয়াছে। যেমন অগ্নির ধর্ম্ম জ্বলন, জলের ধর্ম্ম তরলতা,এইরূপ পশুপাখী বৃক্ষলতা ইত্যাদি সকলকেই যাহার তাহার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম দিয়া দাঁড় করিয়াছেন। কিন্তু কেবল ইহাতেই মানুষের ধর্ম্মের শেষ হয় না। মানুষ এই সকল ধর্ম্মকে স্বভাব বলে ; আর তত্ত্ব-জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান নামে যে একটী সত্য ধর্ম্ম আছে, যাহার কথা পরে বলিতেছি তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া বোঝে। সে বলে "একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার-

ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি, তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব” অর্থাৎ একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, তাঁহাকে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। জগতের উপর ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহা তাঁহার দত্ত জ্ঞান দ্বারা জানিতে পারিয়া ভক্তি ও প্রীতির সহিত প্রতিপালন করাই আমাদের আসল ধর্ম্ম, তাই ব্রহ্মই আমাদের ধর্ম্ম অর্থাৎ আদর্শ। তিনি সকলকে দয়া করেন, আমরা তাহা করিলেই ধর্ম্ম করিলাম, এবং শরীর যেমন আত্মার বশে থাকিয়া সর্ব্বদা তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করে, আমরাও এই প্রকার ঈশ্বরের শরণাগত থাকিতে পারিলেই ধার্ম্মিক হইলাম। ফলেও জীবে দয়া নামে ভক্তি ইহাই জীবের ধর্ম্মকর্ম্ম, এ ছাড়া আর ধর্ম্ম জানি না, অতএব বলা হইয়াছে ব্রহ্মই ধর্ম্ম।

---

সত্যই তত্ত্ব।

অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের যে তত্ত্ব তাহাই সত্য, আর পৃথিবীসম্বন্ধে যে তত্ত্ব ভূমিতত্ত্ব বা প্রাণীতত্ত্ব কিম্বা উদ্ভিদ্ তত্ত্ব, অথবা ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি যে

সকল তত্ত্ব তাহা সত্য তত্ত্ব নহে। কেন না এ সকল চিরকাল থাকে না। শাস্ত্রে এ সকলকে সামান্যা অপরা বিদ্যা বলে। যথা—

"অপরা ঋগ্বেদো যযুর্ব্বেদঃ সাম বেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্প ব্যাকরণনিরুক্তচ্ছন্দজ্যোতিষ মিতি।"

আর যাহার প্রভাব অনন্তকাল স্থায়ী যে বিদ্যা দ্বারা আমাদের ঈশ্বর বোধ জন্মে, তাহাকেই পরা-বিদ্যা, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা বলে। এই তত্ত্ব-জ্ঞান অনন্তকাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে; কোন অবস্থায় পরিত্যাগ করিবে না। যথা

"মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্র সমংক্ষিতৌ,
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্ম স্তমনু গচ্ছতি!"

অর্থাৎ যে মৃত শরীরকে আত্মীয়জনেরা কাষ্ঠ বা মৃত্তিকার ন্যায় শ্মশানে পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া চলিয়া যায়, আর ফিরে চায় না, কিন্তু ধর্ম্ম তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। এমন ঈশ্বরের যে তত্ত্ব অর্থাৎ সংবাদ তাহাই সত্য। অতএব বলা হইয়াছে "সত্যই তত্ত্ব"।

বিশ্বাসই নিঃশ্বাস।

নিঃশ্বাস না থাকিলে যেমন শরীর মরা, এমন ঈশ্বরেতে বিশ্বাস না থাকিলেও মানুষ মরা। তবে বিশ্বাস কি? না, আছে বলিয়া যে জ্ঞান বিশ্বাসের স্থূল অর্থ তাহা। যেমন এক খানি অন্ধকার ঘরে আমি বসে আছি, এমন সময় সেই ঘরে দীপ আসিলে কেহ না বলিয়া দিলেও বুঝি যে, ঘর প্রকাশ হইয়াছে, এবং আমার আত্মাকে আমি দেখি না সত্ত্বেও যেমন আছি, অর্থাৎ আমি জীবন্ত, আমার প্রাণ আছে এই বলিয়া বিশ্বাস করি, এই সকল যে জ্ঞান ইহাকেই বলে বিশ্বাস।

ঈশ্বর আমার আছেন তাঁহার নিয়তি অনুসারে আমি চলিতেছি, এবং একাকী নির্জ্জনে বসিয়া যখন ঈশ্বর চিন্তা করি তখন যে আমাদের প্রাণে ঈশ্বরের প্রতিভা প্রকাশ পায় ও তিনি থাকিতে আমার কোন চিন্তা নাই, অথবা কোন শিশুর মা বাপ ইত্যাদি মুরব্বি সকল আছে বলিয়া জ্ঞান থাকিলে যেমন সে খাতিরজমা হইয়া চলে, কোনরূপ নিরাশা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এইভাবে ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করিয়া নির্ভর পূর্ব্বক শান্ত এবং সন্তুষ্ট

থাকাই ঈশ্বরেতে বিশ্বাস; এই বিশ্বাস যাহার আছে, তাহারই নিঃশ্বাস আছে, এবং যাহার মুরব্বি নাই সে যেমন আপনাকে মৃতবৎ নিঃসহায় অনাথ বলিয়া শান্ত ও সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, এবং যেমন দিল্লির বাদসা আছে জানি, কিন্তু তাহার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই সে থাকাতেও যাহা না থাকাতেও তাহা, ঈশ্বরকে যদি এইরূপ সম্পর্কশূন্য-ভাবে বিশ্বাস করি তাহা বিশ্বাস নহে, কারণ ঈশ্ব-রের প্রেম ভক্তিতে যদি আমার প্রাণ সঞ্চার না হইল, হৃদয়ফুল না ফুটিল, নির্ভয় হইতে না পারি-লাম, তবে কি বিশ্বাস করিলাম? ঐ যে দীপের কথা বলা হইয়াছে সেইরূপ যদি আলো বুঝিতে পারিয়া প্রকাশ না দেখিলাম, তবে আর আমার জীবনের নিঃশ্বাস রহিল কোথায়? নিঃশ্বাস আছে অথচ ফাঁফর লাগে ইহা অসম্ভব। অতএব ঈশ্বর আমার প্রাণ, তাই আমি জীবিত এই বিশ্বাসের নামই নিঃশ্বাস।

---

নিয়তিই পতি।

এই যে বলে "নিয়তঃ কেন বাধ্যতে," ইহা বস্তুটা

কি ? না, ঈশ্বরের ইচ্ছা। পূর্ব্বে কেবল ঈশ্বর বিনা আর কিছুই ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা হইল আর সুন্দর অখণ্ড নিয়মের সহিত এই জগৎ সংসার প্রকাশ পাইল। যেমন রৌদ্রের জন্য সূর্য্য,জ্যোৎস্নার জন্য চন্দ্র,পাক ইত্যাদির জন্য অগ্নি, শীতলতার জন্য জল ইত্যাদি সমুদয় চরাচর সৃষ্ট হইয়াছে। এমন ঈশ্বরের কোন না কোন কার্য্যের জন্য আমিও সৃষ্ট হইয়াছি, এ কথায় সংশয় নাই। তাই আমার দ্বারা যে কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ঈশ্বর ইচ্ছাই আমার নিয়তি, সেই নিয়তির টানেই সেই সেই কার্য্যের মতি, গতি, শক্তি অন্য অপেক্ষা আমার বেশী দেখিতেছ, কারণ আমার সেই উপযুক্ততা না দিলে আমা দ্বারা সে কার্য্য লইবেন কি প্রকারে ? অতএব ঈশ্বর ইচ্ছাকে যেমন কেহ বাধা দিতে পারে না, তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছাতেই পরিপূর্ণ হইতেছে ও হইবে। স্ত্রীলোকের যেমন স্বামীই পরিচালক, স্বামীই তাহাকে শাসন ও সংরক্ষণ করে এমন আমাদেরও পরিচালক সেই ঈশ্বর ইচ্ছা নিয়তি। অতএব বলা হইতেছে নিয়তই পতি।

এই নিয়তির দিকে চাহিয়া কে পাপী, কে পুণ্য-বান্ এবং কি পাপ কি পুণ্য তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, কারণ হইতে পারে আমি যাঁহাকে দেখিয়া ভণ্ড বা পাপী মনে করি সে বাস্তবিক তাহা নহে, এবং এক জনকে মহারোগে রুগ্ন বা মদ্য পানে মত্ত হইয়া খানায় পড়িয়া আছে বলিয়া, পাপী মনে করিতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে যে এরূপ লোকের দরকার,তাহাদিগকে দিয়া ঈশ্বর আমাদের কি মঙ্গল সাধন করিতে চাহেন তাহা আমরা জানি না, বা জানিবার সাধ্য নাই। কিন্তু এ কথা জানি যে ঈশ্বর ইচ্ছা বিনা বৃক্ষের একটী পত্রও ঝরে না, তাই বলি অনর্থক বিচার ধরিয়া আমাদের জন্য ঈশ্বর যে প্রেমের সরোবর দিয়াছেন তাহা ঘাটা ঘাটী করিয়া ঘোলা করার দরকার কি ? আমরাত গাধা নহি ? আমরা মানুষ এ কথায় যেন হুঁষ থাকে।

---

### সমানই মান।

গুরু এই কথা বলিলেই লঘু আপনা হইতে সৃষ্টি হয়, অতএব আমাকে গুরু ভাবিলে অন্যে লঘু,

আর অন্যকে গুরু ভাবিলে আমি লঘু,ইহা না হইয়া পারে না। কিন্তু শাস্ত্রে বলে "অন্যান্য গুরবো বিপ্রাঃ' অর্থাৎ সকলেই সকলের গুরু, একথাটি যাথার্থ। কেন না জগদ্‌বাসী নর নারী সকলেই সর্ব্ব-লের নিকট শিক্ষা পায় ও দেয়, তবে আমি তোমার কাছে দশ বিষয় শিখি, তুমি আমার আছে পাঁচ বিষয় শিখ। এই মাত্র প্রভেদ।

ফলে লঘু গুরু ভাব ভয়ানক মারাত্মক। কেননা এই ভাব হইতেই হিংসার আরম্ভ,এই আরম্ভ ধরিয়া জগতে কি না হইতেছে সকলেই জানেন। হিংসাতে প্রেম বা ভক্তি থাকে না, আর অহিংসা সাম্যভাব অর্থাৎ প্রেম বিস্তার করে। তুমিও আমার মত, আমিও তোমার মত কেহই লঘু বা গুরু নই, অথচ কেহ কাহাকে ছাড়াইতে পারে না, যাহার তাহার এই নিয়তি লইয়া, গুণ লইয়া সেই বড়। যেমন গুণ তুলনায় পিপ্‌ড়া হস্তী হইতে ছোট নয়, এবং হস্তীও বড় নয়, কারণ পিপ্‌ড়ার যে গুণ আছে তাহা হস্তীতে নাই, আর হস্তীতে যে গুণ আছে তাহা পিপ্‌ড়াতে নাই, যাহার তাহার গুণে সেই বড়। সুতরাং সকলই যদি বড়, তবেই কাজে কাজে

সমান। বস্তুতঃ সমানেতেই প্রেম, অসমানে প্রেম কোথায়? মনে কর তুমি যদি আমাকে নীচ ভাবিয়া ঘৃণাপূর্ব্বক আমার ছায়াস্পর্শ করিয়া স্নান করিতে চাঁও তবে কি তোমাকে আমি ভালবাসিতে পারি? কখনই না। অতএব অহিংসাই পরমধর্ম্ম, কেন না তাহাতে প্রেম পরিপূর্ণ, যদি সুখী হইতে চাও জগতের সঙ্গে হাসাহাসি গলাগলি করিয়া সত্য-ধর্ম্মের আনন্দ ভোগ করিতে চাও, তবে গুরু লঘুর কথা ছাড়ান দিয়া সমানের কথা ধর। সরল হও শান্ত হও। কেননা সর্প যে প্রকার সিধা না হইয়া গর্ত্তে প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ সরল বিনা সমানের ভাব ধারণ করা যায় না। অতএব বলা হইয়াছে "সমানই মান"।

— —

### অনুরাগীই বৈরাগী।

সংসারে বৈরাগী বলে তাঁহাকে যে ব্যক্তি সমু-দয় ছাড়িয়া রণ্ডাশ্রমী হইয়া যায়, কিন্তু সত্য বৈরাগী তিনি যে ব্যক্তির ঈশ্বরানুরাগ থাকাতে তাঁহার প্রিয় জগৎকেও অনুরাগ করে, চলনসৈ বৈরাগী মাতা পিতা ভাই বন্ধু সংসার গৃহস্থি এ সকল ছাড়ে আর

সত্য বৈরাগী এ সকল ঈশ্বরের দান বলিয়া এ সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া অনুরাগের সহিত সেবা করে, যেমন সতী নারী তাঁহার পতির প্রিয় যাহা তাহাকে ভালবাসে, যত্ন করে,বৈরাগীও সেই প্রকার ঈশ্বরের প্রিয় জগদ্বাসী সকলকেই ভালবাসে, সেবা করে, কিছুই বিরক্ত হইয়া পরিত্যাগ করে না, বরং পরিত্যাগ করা অধর্ম্ম বলিয়া জানে। কেন না তাঁহার বিশ্বাস যে সংসার আমরা নিজেরা গড়াইয়া লই নাই, যিনি ধর্ম্মরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই সংসার রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। সংসার আর ধর্ম্ম বলিয়া আমরা যে দুই ভাগ করি ফলে তাহা দুই নহে, সংসার ও ধর্ম্ম আর ধর্ম্ম ও সংসার এই উভয় এক পদার্থ, এই ভাবিয়া বিরক্ত হওয়া বা পরিত্যাগ করা অসঙ্গত। অতএব বলি, অনুরাগীই বৈরাগী।

---

বসেতেই বশ।

লোকে ঈশ্বরকে দেখে না শুনে না, তথাচ যে তাঁহাতেই মন প্রাণ দৌড়ে যায় ইহার কারণ কি? না তাঁহাতে রস আছে,কি রস? তাহা যদি জিজ্ঞাসা

কর তবে অবাক্। তোমাকে বলি যে ভাই? যখন উপাসনা কর তখন গদ গদ হয়ে তাঁহার দাস হয়ে থাকিত চাও কি না? প্রাণ গ'লে যায় কি না? ঐ যে গলে ইহাকেই বলি রস, এই মানুষকে বশ করে সর্ব্বদা তাঁহাকে লইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। আর বলি রস ছাড়া কেহই বশ হয় না, এবং বশ না হলেও রস্ বুঝে না, যে যাহার রস পাইয়াছে সেই তাঁহার বশ হইয়াছে। তাই আমরা যখন ঈশ্বরের নামের প্রেমের রস পাই তখনই তাঁহার বশ হই, অন্যের ধার ধারিতে আর ইচ্ছা হয় না। অতএব বলি রসেই বশ।

---

### বশই যশ।

যশের অর্থ সুখ্যাতি, আমাদের যশ কি? বিদ্যার যশ বুদ্ধির যশ, দান খয়রাতের যশ, এ সকল কি যশ? এই যশ পাইয়া কি মানুষ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? না কখনই না, তবে যশ কি? ঐ যে বলা যাইতেছে ঈশ্বরের বশ তাহাই আমাদের প্রকৃত যশ, যে ব্যক্তি ভগবানের বশ তাঁহইতে আর যশস্বী কে? অন্য যশ লোকে, লোককে সম্মুখে করিলে মুখ ফিরায়,

আর ঐ যশের কথা কাণ পাতিয়া শুনে, সতীনারী যেমন পতির সোহাগের কথা শুনিলে আনন্দে আটখান হয়, এরূপ ঈশ্বরপরায়ণ মহাত্মা সেই অনুরাগের কথায় পুলকে পরিপূর্ণ হয়, অতএব বলা হইয়াছে বশ্‌ই যশ.

---

নামই কাম।

ছেলেরা যেমন মায়ের নিকট থাকিতে ভালবাসে এমন সমুদয় নর নারীই ঈশ্বরের নিকট থাকিতে ভালবাসে। কিন্তু যে ঈশ্বরকে যোগীঋষিগণ পায় না তাঁহার সঙ্গে আমরা কেমন করিয়া থাকিব ? না, তাহার উপায় আছে। সেই উপায় কি ? না, ঈশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাতে মিলিত হইয়া থাকা। কেন না নাম এবং নামীতে আমরা যেমন ভিন্ন, ঈশ্বর তাহা নহে। তাঁহার রূপ আর গুণ এক। কিন্তু নাম গ্রহণেতে একটুক সাবধান হইতে হইবে, যেন নামাপরাধ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে। বৃথা নামোচ্চারণ অর্থাৎ মনঃসংযোগ না করিয়া বিষ্টা মাড়াইলে যেমন অনেকে রাধা কৃষ্ণ বা রামরাম করিয়া উঠে, এইরূপ নাম গ্রহণ

করাই বৃথা নাম। সেই বৃথা নামোচ্চারণেই এক প্রকার নামাপরাধ ঘটে। আর নামেতে পূর্ণতা অর্থাৎ এই নামেতেই ষোলআনা আছে, এই ভাবে গ্রহণ না করিলে অপূর্ণতার ভাবে নাম গ্রহণ করা দ্বিতীয় প্রকার অপরাধ। যেমন কেহ কেহ বলে যে সমুদয় নামের সমুদয় গুণ নাই, ভিন্ন ভিন্ন নামের গুণ ভিন্ন ভিন্ন—অতএব নানা নামে ডাকে, এবং কেহ কেহ সকল নামই ঈশ্বরের, অতএব যে নামে ইচ্ছা সেই নামে ডাকি, এই বলিয়া উদারতা প্রদর্শন করে। কিন্তু কথা এই ঈশ্বরপরিপূর্ণ, অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম, অতএব ভিন্ন ভিন্ন নামের যদি ভিন্ন ভিন্ন গুণ স্বীকার করি তবে নাম নামী এক বলা যাইতে পারে না। কারণ নাম যদি অপূর্ণ তবে নামী পূর্ণ কি প্রকারে হইতে পারে? অতএব সতী নারী যে প্রকার আপন পতিকেই তাহার ষোল আনা সুখের স্থান বলিয়া বিবেচনা করে, অন্যত্র আর কোন কামনা বাসনা স্থাপন করে না, এরূপ আমাদের কোন নামের সম্পূর্ণভাব ধারণ করিয়া এক নাম গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। আর উদার ভাবের প্রতি বক্তব্য এই, নাম দুই প্রকার আছে, এক নাম আর নামাঙ্গ।

নাম কি? ব্রহ্ম, হরি, কালী, কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি এবং ভিন্ন ভাষাতে আল্লা ও গড ফরতরা ইত্যাদি। আর নামাঙ্গ কি? না, নামের বিশেষণ যথা;— দয়াময়, প্রেমময়, আনন্দময় ইত্যাদি যাহা সেই মূল নামে যুক্ত হয়, যেমন দয়াময় হরি, কৃপাময় ব্রহ্ম ইত্যাদি। অতএব নামাঙ্গ যাহা তাহা মূল নামে যোজনা করিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। আর মূল নামের এইরূপ উদারতা দ্বারা সেই সেই নামের অপূর্ণতা প্রকাশ পায়। আর বলে যে ব্রহ্ম যাহা হরিও তাঁহা ইহাতে প্রভেদ নাই। হে উদার আত্মীয়গণ, বল দেখি? যদি হরিই ব্রহ্ম হইল, আর ব্রহ্মই হরি হইল,তবে একনাম না লইয়া দুই তিনটি নিবার তাৎপর্য্য কি? সতী নারীত তাহা করে না। যখন দুই তিনটি নাম নেওয়া যায় তখন অবশ্য বিশ্বাস কর যে একনামে পূর্ণতা নাই। কেন না অভাব না হইলে কেহই অন্য অন্বেষণ করে না। অতএব যে নামে যাহার প্রাণ বিকশিত হয় তাহার সেই একনাম লওয়াই সঙ্গত, নতুবা নামঘটিত ব্যভিচার হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। একেতে নিষ্ঠাবান্ হওয়াই সতী এবং সাধুর কর্ম্ম। দুইয়ের

প্রতি অনুরাগ যাহার আছে তাহাকে সতী বলা যাইতে পারে না, যেহেতুক তাহা সত্য কার্য্য নহে। এরূপ ঈশ্বরপরায়ণ মহাত্মা ব্যক্তিও যদি দুইয়ের প্রতি অনুরাগী হইল তবে তাহাকে ঈশ্বরপরায়ণ বলা যায় না, কারণ দুয়েতেও এক নাই, আর একে-তেও দুই নাই, দুই যাহা তাহা দুইই, এক যাহা তাহা একই, অতএব একে অনুরক্ত হওয়াই সত্য।

---

উপকথা।

অগ্নি তৈল দ্বারা যখন মানুষ আলো করে তখন রাজা প্রজা বড় ছোট বিশেষ থাকে, কেন না কেহ শত দীপ, কেহ একটী বা নাস্তি দীপ থাকে। কিন্তু যখন আকাশে চন্দ্র উদয় হয় তখন সকল খানেই সমান প্রকাশ। এমন বাহিরের বিষয় ধরিয়া যদি বিচার করি তবে রাজা দরিদ্র ইত্যাদি ভেদাভেদ অনেক দেখি, কিন্তু অন্তরের দ্বারা রাজা দরিদ্রে ভেদ নাই, সকলের প্রাণই এক ভগবান্। রাজার ঘরে যে ধন দরিদ্রের ঘরেও সেই ধন কেন না দরিদ্র ও যদি আপন অল্প পরিমিত আয়েতে সন্তুষ্ট থাকিয়া ভগবান্ আমি যাহা পাইবার যোগ্য তাহাই দিয়া-

ছেন অধিক দিয়া আমি কি করিব, এই বলিয়া সন্তুষ্ট চিত্ত থাকে তবে সে ব্যক্তিই রাজা, আর রাজা অটাল রাজত্ব সত্ত্বেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া লোভ পিপাসায় মরে, তবে সেই যথার্থ দরিদ্র। দরিদ্র আপন পুত্রটী কোলে লইয়া যেরূপ তুষ্ট রাজা বা বড় লোক সে বিষয়ে তাহা হইতে এক বিন্দুও বেশী সুখী হইতে পারে না। অতএব উচ্চ নীচ বিচার কেবল মানুষের মাত্র। ঈশ্বরের সম্বন্ধে ইতর বিশেষ নাই।

---

যদি মানুষ হইতে চাও, সুখী হইতে চাও, তবে কাহাকে ধরিয়া পাপী না পুণ্যাত্মা এ কথার বিচার করিতে যেওনা। কারণ পাপ পুণ্যের বিচার ঈশ্বর বিনা তোমার আমার করিবার সাধ্য নাই। আমরা আপনাকে বিনা অন্যের কিছুই জানিতে পারি না, অতএব আপন বিচার আপনি করিয়া মানুষ হও। সাবধান! শিশুকালে যে তোমাকে সকলে ভাল বাসিয়া মুখ চুম্বন করিয়াছে, সেই তোমাকে যেন যৌবন বা অন্য বয়েসে দেখিয়া ভয় কিম্বা সন্দেহ না করে। তোমার প্রিয়

সকলে, তুমি ও সকলের প্রিয়, সকলের তুমি যাহা, তোমারও সকলে তাহা, আয়নায় মুখ যেরূপ হাসিলে হাস্য কাঁদিলে কাঁদা দেখা যায় সংসারে এইরূপ আমি যাহাকে ভালবাসি সে আমাকে অবশ্য ভালবাসিবে। ঈশ্বর আমাদিগকে এই প্রেমরাজ্যে পাঠাইয়াছেন, অতএব আমরা যত প্রেম করিতে পারি ততই ভাল। বৃথা অনধিকারচর্চ্চা করিয়া সে পাপী সে দুরাত্মা ইত্যাদি ভাবিয়া সুখের রাজ্যে দুঃখ আনিব কেন?

---

পাপী বলিয়া যাহাকে জানি তাহাকে ঘৃণাকরি আর পুণ্যাত্মাকে শ্রদ্ধা করি এই আমাদে অভ্যাস, কিন্তু পাপী, যে পুণ্যাত্মা বানায় এবং ছোট যে বড় বানাইয়া দেয় এ কথা আমরা তত ভাবিয়া দেখি না বলিয়া এই ঘৃণা। ভাবিয়া দেখ, পাপে হয় দুর্ভোগ, সে দুর্ভোগভোগী লোককে যে দয়াকরে সেই পুণ্য করে অতএব পাপীই পুণ্যাত্মা বানাইল কি না দেখ। আর যত যত বড় মানুষ আছে বা হইতেছে ছোট লোকই তাহার কারণ, কেন না ছোটলোকে রৌদ্রে ঘামিতে ঘামিতে যে চাষ আবাদ করিয়া শস্য জন্মায়,

খাজানা দেয় সেই খাজানা ও শস্য দ্বারা জমিদার, তালুকদার, রাজা, ফৌজা, জগতশেঠ, রেলিব্রাদার্স ইত্যাদি সব বড়লোক, মাঝার লোক, সৃষ্টি হইতেছে, তথাচ ছোট বলিয়া যে ঘৃণা এটি অন্যায়। ছোট বড় আমরা বুঝি কি ? আমরা যাহার দামবেশী দেখি অর্থাৎ যাহার কাছে বেশী টাকা দেখি তাহাকেই বড় বলি। যেমন লোহাকে বলি ছোট আর সোণাকে বলি বড়, কিন্তু লোহা যদি এক দিনও না থাকে তবে সমুদয় সংসারের কার্য্য কর্ম্ম বন্ধ। কেন না অস্ত্রশস্ত্র বিনা কে কোন্ কার্য্য করিতে পারে ? আর সোণা যদি মাস মাসও না থাকে তথাচ লোকের কোন কষ্ট হয় না, এইরূপ দেখিয়াও সোণাকে বড় বলি, ফলে ভাবিলে লোহাই বড়।

---

আমরা অন্যের দোষ যত দেখি আপনার দোষ তত দেখি না, কিন্তু লোকে অন্যের দোষ দেখিতে দেখিতে যে প্রকার আপনার প্রতি অন্ধ হয় তেমন আপন দেখিতে দেখিতেও লোকে এরূপ অন্ধ হয় যে আমি পাপী আমি নরাধম ইত্যাদি ভাবে আপনাকে সে একেবারে জঘন্য করিয়া ফেলে। অতএব

আপনার বা অন্যের দোষানুসন্ধানে সর্ব্বদা রত থাকা অপেক্ষা পদে পদে ঈশ্বরের গুণ সর্ব্বদা দেখিয়া উদ্যম ও উৎসাহের সহিত সন্তুষ্ট চিত্তে থাকাই উচিত।

---

আমরা যে ভূতের বেগার খাটি বলিয়া বলি এটী মিথ্যা কথা নহে, কেন না ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালের মধ্যে বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই দুই কালকে নিয়ত ভূতে লইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ ভূতকালে পৌঁছিতেছে। দেখ যত কার্য্য কর্ম্ম করিয়াছি, যত করিতেছি সকল সেই ভূতকে দিতেছি। ভূতকে মনে পরে, বর্ত্তমানকে দেখি, কিন্তু ভবিষ্যৎ অন্ধকার এক নিমেষ পর সে কি হইবে তাহা জানি না, এইরূপ পরলোক অর্থাৎ ভবিষ্যৎ রাজ্যও আমরা জানি না, কিন্তু যেমন ভবিষ্যৎ কাল আছে এমন ভবিষ্যৎ রাজ্য (পরকাল) ও আছে, কিন্তু অন্ধকার। দুই দণ্ড পরে কি হইবে তাহা যে বলে তাহাতে যেমন বিশ্বাস করিতে পারি না, এমন পরলোকে কি আছে কি হইবে ইত্যাদি যে বলে তাহা বিশ্বাস করি না।

কেন না যাহা জানিবার সাধ্য নাই তাহাকে কল্পনা বিনা আর কি বলিবে? এই কল্কনা ধরিযাই লোকাচারনিয়মে প্রায় সকলেই পরকালে একটা তজবিজের কথা বলে। কেহ বলে যম রাজা, কেহ বলে রোজ কেয়ামতের দিন ঈশ্বর বিচার করিবেন ইত্যাদি, কিন্তু এ কথা ভাবিয়া দেখি না যে ঈশ্বর কাহার সাহায্য লন না, কিম্বা কেহ তাঁহাকে সাহায্য করিতেও পারে না। তিনি নিজ গুণেই সমুদয় করিতেছেন, তাঁহার নিকট যম রাজা কি রোজ কেয়ামত কিছুই লাগে না।

---

লোকে শরীরকে অথবা চক্ষে যাহা দেখে তাহাকেই সাকার বলে, আর আত্মাকে সাকার বলে না, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বোধ হইবে যত ভক্তি যত মায়া, যত বিশ্বাস যত মানামানি সকলি সেই নিরাকারে। কারণ প্রত্যেক আমি যে আমাকে এত বিশ্বাস করি, যাহার মত বিশ্বাস আর কিছুতে নাই, কি দেখিয়া এই বিশ্বাস? আমাকে কি আমি চক্ষে দেখিতে বা দেখাইতে পারি? লক্ষপতির মৃত শরীর আধাপয়সার মূল্য জানিয়া লইতে চাই

না কেন? আত্মীয়জনের মৃত শরীর চক্ষের সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও সে নাই বলিয়া শোক দুঃখ করি কেন? যদি শরীরই ভালবাসিবার বা বিশ্বাস করিবার জিনিষ হইত তবে আর আমাদের এই দশা কেন? আবার লোকে যে নানা দেববেবীর মূর্ত্তি বানাইয়া পূজাকরে দেখি এই পূজা যদি খড় মাটী ইত্যাদি নির্ম্মিত প্রতিমারই হইত তবে আবার সেই মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া লয় কেন? অতএব বলি নিরাকারই আসল আকার, আর সাকার বলিয়া যাহাকে ভাবি ইহা কিছু নহে। আমাদের এই ভ্রান্তি জন্মিবার কারণ কি? না সর্ব্বদা জড়বস্তু সকল দেখিতে দেখিতে আমাদের এমন কুসংস্কার জন্মিয়াছে যে সাকার ভিন্ন আর যেন কিছু আত্মা গ্রহণ করিতেই পারে না। এমন কি কত বড় বিদ্বান্ ব্যক্তিরাও বলেন যে, "নিরাকারের আবার উপাসনা হয় কি প্রকার?" কিন্তু উপরের দৃষ্টান্ত সকলদ্বারা বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্য প্রতীতি হইবে যে,যত মান যত ধ্যান সকলি আমরা যাঁহাকে নিরাকার বলি তাঁহার।

সম্পূর্ণ।